



78247 - রোজার সওয়াব কি কষ্টেরে পরিমাণেরে উপর নির্ভর করে?

প্রশ্ন

আল্লাহর নকিট রোজার সওয়াব কি সমান? নাকি রোজাদারেরে কষ্টেরে সাথে রোজার সওয়াব সম্পৃক্ত? কটে আছে শীতেরে দেশেরে রোজা পালন করে; তারা পপিসার কষ্ট তমেন অনুভব করে না। পক্ষান্তরে কটে আছে গরমেরে দেশেরে রোজা পালন করে। রোজার সাথে আরগে যবে সব ভাল আমল থাকতবে পারবে সগেলগে বাদ দয়িবে আমি শুধু রোজার সওয়াবটার ব্যাপারে জানতবে চাচ্ছ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কষ্ট যবে কোন ইবাদতেরে অবচ্ছদ্য অংশ। কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কোন ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়। কষ্টেরে তীব্রতা যত বেশি হবে পুরস্কার ও সওয়াব তত বেশি পাওয়া যাবে। তাইতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলছেন :

إِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ وَنَفَقَتِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّه الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ (1116) وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِينَ

“নশিচয় তমোর শ্রম ও ব্যয়েরে পরিমাণ অনুযায়ী তুমি সওয়াব পাবে।”[হাদসিটি বর্ণনা করছেন আল-হাকমে, আলবানী ‘সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ (১১১৬) গ্রন্থে হাদসিটকি সহীহ আখ্যায়তি করছেন। এ হাদসিেরে ভিত্তি দুই সহীহ গ্রন্থে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি)ে রয়েছে।]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলমিেরে ব্যাখ্যা’ গ্রন্থে বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ : نَفَقَتِكَ

তঁর কথা: “তমোর শ্রম অনুযায়ী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহে) বলছেন: তমোর ব্যয় অনুযায়ী” এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যবে, শ্রম ও ব্যয়েরে বৃদ্ধির সাথে ইবাদতেরে সওয়াব ও মর্যাদা বেড়ে যায়। শ্রম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- এমন শ্রম শরিয়তে যবে শ্রম নিন্দনীয় নয়। অনুরূপভাবে ব্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যয় শরিয়তে যবে ব্যয় নিন্দনীয় নয়।” সমাপ্ত



“ক্ষুটরে পরমাণ অনুযায়ী সওয়াব পাওয়া যায়” এই নিয়মটি স্বতসদ্দিধ নয়। বরং এমন কিছু আমল রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু এতে সওয়াব বেশি।

যারকাশী আল-মানছুর ফলি কাওয়াদে’ (২/৪১৫-৪১৯)-গ্রন্থে বলেন:

“আমল যত বেশিও কঠনি হবো তা অন্য আমলের চয়ে তত বেশি উত্তম। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে এসছে:

وفي حديث عائشة رضي الله عنه : **أجرک على قدر نصبک**

তোমার সওয়াব তোমার শ্রমেরে পরমাণ অনুযায়ী।

তবে অল্প আমল কোনো কোনো ক্ষত্রে বেশি আমলের চয়ে উত্তম। যমেন:

- মুসাফরিরে জন্য নামায কসর (৪ রাকাতরে স্থলে ২ রাকাত) করে পড়া পরপূর্ণ পড়ার চয়ে উত্তম।
- জামায়াতরে সাথে ১ বার নামায আদায় করা একাকী ২৫ বার নামায আদায় করা থেকে উত্তম।
- ফজররে দুই রাকাত সুন্নত সংক্ষপ্ত করে আদায় করা তা দীর্ঘ করে পড়ার চয়ে উত্তম।
- কুরবাণীকৃত পশুর কিছু গোশত খয়ে বাকীটা সদকা করে দয়ো সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দয়ের চয়ে উত্তম।
- নামাযে কোন একটি ছোট সূরার পুরাতুকু পড়া অন্য সূরার অংশ বিশিষে পড়ার চয়ে উত্তম; এমনকি সবে অংশ বিশিষে দীর্ঘ হলও। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এটাই করতেন।”[উদ্ধৃতি পরিমার্জিত ও সংক্ষপ্ত]

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জানেন।